অঝোরে বৃষ্টি, বসে আছি জানালায়,
শার্শিতে চোখ, মুঠোয় এলানো মাথা।
দূরের পাহাড়—পথ ঘাট দেখা যায়,
কুয়াশায় ডোবা, বৃষ্টির ছুঁচে গাঁথা।

পাওয়া যাবে খোলা আকাশ কি মুঠো মুঠো ?
সেখানে এখন কালো মেঘেদের ওড়া।
ক্লান্তিতে বুঁজি তন্দ্রালু চোখ দুটো,
চোখের তারায় অতীতের দৃশ্যরা।

বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছিল চৌকাঠে—স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে,
তুষার ধবল পাহাড়ের দিন কাটে—স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে।
সকাল বেলার মেঘহীন আকাশেরা—স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে,
গ্রীষ্ম শস্যে মাঠেরা সবুজে ঘেরা—স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে।
নিশ্চুপ জলে সোয়ালোর ডোবা ওঠা—স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে,
কখনো উধাও, কখনো আবার জোটা—স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে।
বাতাসের টোকা পাতাদের নড়া চড়া—মধুর শিশির শোভা তার চলে বয়ে,
আমাকে সদাই ব্যাকুল রেখেছ তুমি—স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে।
তুমি প্রিয়তমা রমণী আমার কাছে, কেটেছে সময় হৃদয়ের কথা কয়ে,
সারাটা সকাল, সারাটা রাত্রি আমি, স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোহিত হয়ে।

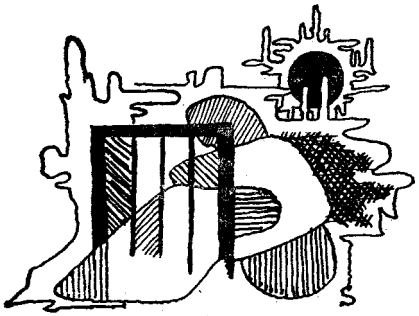

ঐ জানালার চৌকাঠে

হৃদয় আমার কোথায় রয়েছ তুমি ?
"ঐ খানে ঐ জানালার চৌকাঠে।"
বুকের খাঁচার হৃদয় গিয়েছে চুরি,
তাই অফুরাণ বিষণ্ণ বেলা কাটে !

স্বপ্ন আমার কোথায় রয়েছ তুমি ?
"ঐ খানে ঐ জানালার চৌকাঠে !"
ঘরে যেন কার কী ভীষণ শীতলতা
হতাশার হিমে অসহ্য বুক ফাটে !

চক্ষু আমার কোথায় রয়েছ তুমি ?
"ঐ খানে ঐ জানালার চৌকাঠে !"
অনির্বচন অশ্রু সজল আঁখি,
দৃষ্টির নেশা দিগন্ত বেয়ে হাঁটে।

কবিতা আমার কোথায় রয়েছ তুমি ?
কে তোমায় বাঁধে অজস্র নাগপাশে ?
কোথায়-ই বা তুমি ছুটেছ ব্যাকুল পায়ে ?
"আমি যাব ঐ জানালার ঐ পাশে !"

ভাবনা আমার কোথায় রয়েছ তুমি ?
"ঐ খানে ঐ জানালার চৌকাঠে !"
ঐ দূরে বসে কারা যেন কথা কয় !
"দুটি সুখী প্রাণ সতেজ সবুজ মাঠে।"

"হৃদয়ের মাঝে কেন এ নির্জনতা ?"
একদা সে এসে ডেকেছিল বারে বারে...
ঐ খানে আমি সকাল দেখেছি রোজ
ঐ খানে ঐ জানলার ঐ পারে।

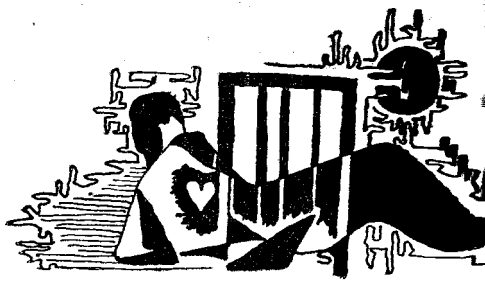

আমার বুকের সকল ভাবনা
সঙ্গীত হত যদি,
লেখা হত এক সোহাগের গান
বইত সুরের নদী।
তুচ্ছ সে গান, —কখনো হবে না রচিত,
ঘড়িতে সময় কী ভীষণ সংকুচিত—
কবিতা লেখার যেটুকু সময় প্রিয়
নিকটে তোমার ক্ষণিক থাকতে দিও।

চমকে উঠে চোখ মেলেছি মধুর ভোরে কাল
তোমায় নিয়ে লিখব বলে অপূর্ব রূপ কথা,
উপেক্ষাতে ঘুমিয়ে ছিলে জড়িয়ে বুকের আল
বুকে তোমার জমাট বাঁধা ঘুঘুর নীরবতা।

সমস্ত রাত নিদ্রাবিহীন, একলা গভীর রাতে
শত্রু তোমায় চোখ রাঙিয়ে ক্রুদ্ধ এলোচুলে
লিখব কথা—তখন তুমি নরম বিছানাতে
নরম ঘুমে ঘুমিয়ে আছ সকল গ্লানি ভুলে।

গগণ বিহারী ঈগল, প্রেমিক পাহাড়ী ঘোড়সওয়ার
কখনো বলেনা
এখন ক্লান্ত—
উঠতে পারিনা আর।

ঘোড়সওয়ারের হৃদয়ে অগ্নিশিখা !
যৌবনবতী, ভাবো কোনদিকে পালাবে !
সে আগুন তুমি নেভাতে জ্বালাতে পার
শুধু ভেবে দেখ, নেভাবে কিংবা জ্বালাবে !

ঘোড়সওয়ারের হৃদয়ে ছুরির ধার !
যৌবনবতী, সংহত সাবধান !
সেই ধার তুমি ভোঁতা করে দিতে পার
নিমেষে কখনো সুতীক্ষ্ণ খরশান !